দামুড়হুদায় আইন শৃঙ্খলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা

দামুড়হুদা উপজেলা আইন- শৃঙ্খলা, চোরা চালান ও নাশকতা, মানবপাচার এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০ টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এ মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তারা এলাকার চলমান পরিস্থিতিতে উপজেলার সার্বিক আইন শৃঙ্খলা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। আগামীতে সার্বিক বিষয়ে আইন শৃঙ্খলার যেন কোন অবনতি না ঘটে সে জন্য করনীয় শীর্ষক আলোচনা করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতার সভাপতিত্বে এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, জেলা জামায়াতে ইসলামির নায়েবে আমীর ও সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান মাও: মো: আজিজুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামির আমীর নায়েব আলী, উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডাঃ হেলনা আক্তার নিপা, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবীর, দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর (অপারেশন্স) নিরব হোসেন, দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল হাসনাত, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, দর্শনা পৌর জামায়াতে ইসলামির আমীর মাহবুবুর রহমান, সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল কাদের, বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নান, দামুড়হুদা সদর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান শরিফুল আলম মিল্টন, দামুড়হুদা পাইলট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের আহবায়ক শামসুজ্জোহা পলাশ, যুগ্ম আহ্বায়ক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, দামুড়হুদা উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আশরাফ আলী মল্লিক, সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন, উপজেলা হিন্দু বৌদ্ধ ঐক্য খ্রিস্টান পরিষদের সভাপতি উত্তম রঞ্জন

দেবনাথ, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার তোফাজ্জেল হোসেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এস এম বজলুর রশীদ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আবু হাসান, উপজেলা আনসার ভিডিপি অফিসার মোঃ সাজিদ, কোম্পানি কমান্ডার ঠাকুরপুর বিজিবি সুবেদার সাইফুল ইসলাম, কোম্পানি কমান্ডার মুন্সিপুর বিজিবি নায়েক সুবেদার শ্রী তাপস কুমার, কোম্পানি কমান্ডার দর্শনা বিজিবি আশরাফুল ইসলাম, দামুড়হুদা মডেল থানার ডিএসবি অফিসার এস আই আসাদুজ্জামান, ডিএসবি অফিসার সেলিম হাসান, দর্শনা সরকারি কলেজর প্রভাষক রাজু আহমেদ, দামুড়হুদা পাইলট গালর্স স্কুল এ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষিকা ফাহমিদা খাতুন, দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কুতুব উদ্দিন প্রমূখ।

আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ১২ সদস্যের অনাস্থা

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চলের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতাসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে ইউপি সদস্যরা।

এ বিষয়ে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তারা চেয়ারম্যানের অব্যাহতি চেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে লিখিত অনাস্থা দিয়েছে পরিষদের ১২ জন সদস্য।

মাহমুদুল হাসান চঞ্চল উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি ২০২১ সালের ২৮শে নভেম্বর আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হয়ে নৌকার বিপক্ষে স্বতন্ত্র (আনারস) প্রতিক নিয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

অনাস্থা প্রস্তাবে সই করেন ইউপি সদস্য হারুন মন্ডল, শাহাদত হোসেন, রবিউল ইসলাম, মেহেরাজ আলী, ঠান্ডু আলী, শামিম রেজা,

সেন্টুু মালিতা, লাল্টু আলী, শ্রীমতি লিনা বিশ্বাস, তাপসী নেছা, মজিরন খাতুন ও রাহান উদ্দীন।

লিখিত ওই প্রস্তাবে ইউপি সদস্যরা উল্লেখ করেছেন, বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চল রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে হুমকি-ধামকি ও ভয়ভীতি দেখিয়ে ৩২ মাসের বেতন না দিয়ে রেজিস্ট্রি খাতায় স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বের করে দেন। পরিষদের উন্নয়ন মূলক কাজের আয়-ব্যায়ের হিসাব মাসিক সভায় পেশি শক্তির ভয় দেখিয়ে ইউপি সদস্যদের সাক্ষর করে নেয়। এছাড়া তিনি দলীয় প্রভাব খাটিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে গৃহীত প্রকল্পের কাজ না করেই টাকা উত্তোলন করে নেন। হতদরিদ্র কর্মসূচি প্রকল্পের ৬৪ জন শ্রমিকের মোবাইলের সিম কার্ড তার হেফাজতে রেখে দেয়। ওই প্রকল্পের শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা না দিয়ে চেয়ারম্যান নিজেই তুলে আত্নসাৎ করেন। ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কারের ১২ লাখ টাকা চেয়ারম্যান নিজেই (পিআইসি) হয়ে নামমাত্র কাজ করে বিল তুলে নেয়।

তারা অভিযোগে আরও উল্লেখ করেন, গত তিন বছরে ইউনিয়ন পরিষদে প্রায় ২৪/২৫ লাখ টাকা ট্যাক্স আদায় হয়েছে। পরিষদের (সচিব) লিমন শেখ কাছে জানতে চাইলে তিনি চেয়ারম্যানের কাছে জানতে নির্দেশ দেন। এবিষয়ে চেয়ারম্যান চঞ্চলের কাছে জানতে গেলে ইউপি সদস্যদের উপর চড়াও হয়ে মারপিট করে। এছাড়া জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরে গভীর নলকূপ সাবমার্সেবল টিউবওয়েল নির্মাণের জন্য সচিবের নিকট ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। ওই টাকা ইউপি চেয়ারম্যান আত্নসাৎ করেছে। পরিষদে সাপ্তাহিক গ্রাম্য সালিশে বাদি-বিবাদী যে জরিমানা করা হয়, চেয়ারম্যান ওই টাকাও আত্নসাৎ করে নেয়। তাঁর এমন দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও অনিয়মের কারণে অনাস্থা করেছি এবং তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।

ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য হারুন মন্ডল বলেন, ‘স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ভীষণ কষ্টে দিন পার করতেছি। মাসিক ১০ হাজার টাকা ভাতা পাই। এর মধ্যে সাড়ে চার হাজার পাই রাজস্ব খাত থেকে বাকি সাড়ে পাঁচ হাজার পাই পরিষদের আয় থেকে। প্রায় তিন বছর ধরে পরিষদের অংশের কোনো ভাতা পাই না।

এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান মাহমুদুল হাসান চঞ্চল মুঠোফোনে বলেন, ‘সব সময় তাঁরা (ইউপি সদস্যরা) অসহযোগিতা করে যাচ্ছেন। যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্যদের অবহিত করা হয়। ডাকলেও তাঁরা আসেননি।’ সদস্যদের ভাতা না দেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, পরিষদের আয়ের ওপরেই

ভাতা পাওয়া নাপাওয়া নির্ভর করে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) স্নিগ্ধা দাস বলেন, এখনো আমি কাগজ হাতে পায়নি। তবে একজন সিনিয়র অফিসারের মাধ্যমে তদন্ত করা হবে। সরকারি বিধি মোতাবেক তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনায় বিজিবির অভিযানে ৪৬০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ যুবক আটক

দর্শনায় ৬ বিজিবি মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪৬০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ সবুজ আহমেদকে (৩২) আটক করে। আটককৃত সবুজ ঝিনাইদহ জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামের রিয়াজুল মোল্লার ছেলে।

জানাযায় গত সোমবার রাত ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসির নেতৃত্বে, অভিযান চালায় দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে।

এ সময় দর্শনা বিওপি’র টহল কমান্ডার সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত মেইন পিলার ৭৭/৪-এস হতে আনুমানিক ৩.৫ কিঃমিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঈশ্বরচন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে পাঁকা রাস্তার পার্শ্বে এ্যাম্বুশ করে। বিজিবি একজন বাংলাদেশী নাগরিককে সন্দেহ হলে মোটরসাইকেলসহ তাকে তল্লাশি করে। পরে সবুজের কাছ থেকে ৪৬০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট ০১টি মোটর সাইকেল, ০২ টি মোবাইল এবং ০৩ টি সীম কার্ড উদ্ধার করে। পরে দর্শনা বিওপি কমান্ডার বাদি হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করে।

দর্শনায় আলী মুনছুর বাবুসহ ৬৯ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা

দামুড়হুদার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাব, কেরু এ্যান্ড কোম্পানির সিবিএ নেতা সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ ছেলে সৌমিক হাসান রুপমসহ ৬৯ জনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মামলা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধায় দর্শনা পরানপুর গ্রামের মসজিদপাড়ার জহির উদ্দীনের ছেলে রবিউল ইসলাম বাদি হয়ে দর্শনা থানায় ৬৯ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ৮০/৯০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

মামলাসুত্রে জানাগেছে, গত ০৭-১২-২২ সালে স্বৈরাচার আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় দর্শনা পরানপুর মসজিদপাড়ায় আমার বাস ভবনের সামনে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। আমি একজন সাধারণ নাগরিক। গত ০৭/১২/২০২২ ইং তারিখে সন্ধা আনুমানিক ৭টার দিকে আমার নিজ বাড়ী ১নং আসামীর নির্দেশে এবং হুকুমে ২নং ও ৩নং আসামী আমাকে হত্যার উদ্দেশ্য আমার বাড়ীতে আসামীদের হাতে থাকা আগ্নেয়াঅস্ত্র দিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলি বর্ষন করে এবং বেশ কয়েকটি ককটেল বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমার বাড়ীতে থাকা নগদ ৭০হাজার টাকা এবং আমার স্ত্রীর ব্যবহার করা দুই ভরি পরিমাণ স্বর্ণের গলার চেইন ও হাতের বালা ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং আমার স্ত্রীকে মারধর করে। সেই সময় আমার জীবন রক্ষার্থে আমার বাড়ী থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে আওয়ামীলীগের সন্ত্রাসীদের হাতে থাকা আগ্নেয়াঅস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র রামদা, চাপাতি, দিয়ে আমাকে ধাওয়া করে আমি কিছু দূর পালিয়ে যাওয়া অবস্থায় পড়ে যায়।

পরে সন্ত্রাসীরা আমাকে ধরে ফেলে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্য ১নং আসামীর বাস ভবনে নিয়ে শারিরিকভাবে নির্যাতন করে এবং অমানুষিক ভাবে রাতভর নির্যাতন করতে থাকে। নির্যাতনের কারণে আমি অজ্ঞান হয়ে যায় এরপর আমার জ্ঞান ফেরার পর দেখি আমার ডান ‘পা’ ভেঙ্গে গেছে। এবং ১নং আসামীর বাস ভবনে আমার পরিবারের লোকজন আমাকে উদ্ধার করতে গেলে আসামীরা পা ভাঙ্গা অবস্থায় আমাকে ০৮/১২/২০২২ তারিখ সকালে দর্শনা থানায় পুলিশের কাছে দেয় এবং পুলিশ আমাকে মিথ্যা মামলা

দিয়ে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে সোপর্দ করে। দীর্ঘদিন যাবৎ কারা ভোগ করি। আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হয়রানি, নির্যাতন ও জীবন নাশের হুমকি ও আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতার কারণে আমি এজহার ও মামলা করিতে সাহস পায়নি।আজ ২৭ আগষ্ট মঙ্গলবার সন্ধায় দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করি।

মামলার এজাহার ভুক্ত আসামীরা হলেন- দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, ফারুক হোসেন, মোঃ মুন, আব্দুল হান্নান ছোট, মোঃ মিঠু, মোঃ রাসেল (৩৫), অপু (৩৫), জয়নাল আবেদীন নফর (৪৭), মোঃ মাসুদুর (৬০), মোঃ মোটা সাইদ (৪৫), মোঃ মিল্লাত (৩৫), শরিফুল ইসলাম (৩৫), মোঃ দাউদ (৩৫), মোঃ ডালিম (৪০), খাইরুল (৪০), পিতাঃ হাশেম, সাং- ঈশ্বরচন্দ্রপুর, ১৬। মোঃ রাশেদ (৪০), পিতাঃ আমির, সাং- ঈশ্বরচন্দ্রপুর, ১৭। লাল্টু (৪২), পিতাঃ মৃত লুৎফর রহমান, সাং ইসলাম বাজার, ১৮। মোঃ সৌমিক হাসান রুপম (৩৭), পিতাঃ মাসুদুর রহমান মাসুদ, সাং- কেরু মিল পাড়া, ১৯। মোঃ জুয়েল (৩৮), পিতাঃ দুলাল, সাং- ইসলাম বাজার, ২০। মোঃ শরীফ (৫০), পিতাঃ কালু কসাই, সাং- চটকাতলা, ২১। আব্দুল জলিল (৫৫), পিতাঃ অজ্ঞাত, সাং- দর্শনা, আজমপুর, ২২। মোঃ রানা (৩০), পিতাঃ আমির হোসেন, সাং- মোবারক পাড়া, ২৩। মোঃ আক্তার (৩০), পিতাঃ মৃত হানিফ, সাং- মোবারক পাড়া, ২৪। মোঃ আশিক (২৮), পিতাঃ ইমারত, সাং- মোবারক পাড়া, ২৫। মোঃ মারুফ বিল্লাল (জিসান (২৫), পিতাঃ অজ্ঞাত, সাং- মোবারক পাড়া, ২৬। মোঃ ইকবাল (৫৫), পিতাঃ জমির, সাং- মেমনগর, ২৭। মোঃ নোমান (৪২), পিতাঃ মৃত ডাবি, সাং- রামনগর, ২৮। মোঃ রেজাউল (৩২), পিতাঃ খেদের সাং- রামনগর, ২৯। মোঃ পিয়াস (২০),পিতা অজ্ঞাত সর্বসাং- মোবারকপাড়া, ৩০। পিকু (২০), পিতাঃ মনু সর্দার, সাং- রামনগর, ৩১। মোঃ আব্দুল মান্নান (৫০), পিতাঃ আমির হোসেন, সাং- মোবারকপাড়া, ৩২। মোঃ শেখ আসলাম তোতা (৫০), পিতাঃ মৃত করিম, সাং- মোবারকপাড়া, ৩৩। মোঃ সানি (২৮), পিতাঃ ইজা, সাং- পরানপুর,
৩৪। মোঃ জাকারিয়া আলম (৫৫), পিতাঃ আনোয়ার হোসেন, সাং- পুরাতন বাজার ‘স’ মিল পাড়া, ৩৫। মোঃ ছলেমান (৫৫), পিতাঃ আফসার আলী, সাং- বামনগর, ৩৬। মোঃ শাহ আলী (৩০), পিতাঃ আফসার। আলী, সাং- মেমনগর, ৩৭। মোঃ আব্দুল হাকিম (৫৫), পিতাঃ আবু তাহের, সাং- দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড সিএন্ডবিপাড়া, ৩৮। মোঃ ইসমাইল হোসেন (৫৫), পিতাঃ মোঃ বদর উদ্দীন, সাং- দর্শনা বাসস্ট্যান্ডপাড়া, ৩৯। মোঃ সাধন (৪৪), পিতাঃ টিপু ডাক্তার, সাং- দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড মাস্টারপাড়া, ৪০। মোঃ রুস্তম আলী (৬০), পিতাঃ অজ্ঞাত, সাং

দর্শনা শ্যামপুর হিন্দু পাড়া, ৪১। ইদ্রিস আলী (৫৫), পিতাঃ মৃত সুন্নত আলী, সাং- দর্শনা ইসলাম বাজার, ৪২। মোঃ হায়দার আলী (৫৫), পিতাঃ অজ্ঞাত, সাং- দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড সিএন্ডবিপাড়া, ৪৩। মোঃ শহীদুল ইসলাম (৫০), পিতাঃ মান্দার ডাক্তার, সাং- দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড মাস্টারপাড়া, ৪৪। মোঃ হিরন (৫০), পিতাঃ অজ্ঞাত, সাং- দর্শনা আমতলাপাড়া, ৪৫। মোঃ আব্দুল জলিল (৪০), পিতাঃ আব্দুল কাদের, সাং- আজমপুর, ৪৬। মোহাম্মদ আলী (৪০), পিতাঃ ছোট, সাং- কলেজপাড়া, ৪৭। মোঃ ফয়সাল (৪৫), পিতাঃ রমজান আলী, সাং- মেমনগর,
৪৮। ফলেহার (৩৫), পিতাঃ রমজান আলী, সাং- মেমনগর, ৪৯। সুমন (৩০), পিতাঃ আব্দুর রাজ্জাক, সাং- কেরু হাসপাতাল পাড়া, ৫০। মোঃ তপু (৩৫), পিতাঃ ছবিল, সাং- দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুর, ৫১। পারভেজ (৩৫), পিতাঃ অজ্ঞাত, সাং- কলেজপাড়া, ৫২। শাহ আলম ড্রাইভার (৬০), পিতাঃ অজ্ঞাত, সাং- কেরু স্কুল পাড়া, ৫৩। আব্দুস সালাম (৩৫), পিতাঃ আব্দুস সাত্তার, সাং- হঠাৎপাড়া, ৫৪। সুমন (৩০), পিতাঃ মোঃ ইউসুফ, সাং- বড় দুধ পাথিলা দক্ষিনপাড়া, ৫৫। রিপন (৩৫), পিতাঃ আজিজুর রহমান, সাং- কেরু প্রাইমারি স্কুল পাড়া, ৫৬। মোঃ ফরাদ হোসেন, (৪০), পিতাঃ মৃত ফজলুল করিম, সাং- দর্শনা আজমপুর, ৫৭। ফারদিন সোহেল (৪০), পিতাঃ আব্দুর রশিদ, সাং- কেরু হাসপাতালপাড়া,
৫৮। হবা জোয়াদ্দার (৫৫), পিতাঃ মৃত আপু জোয়াদ্দার, ৫৯। মামুন শাহ (৪৩), পিতাঃ মৃত কাউসার আলী, ৬০। মাসুম (৩৫), পিতাঃ হুজুর আলী, উভয়সাং- দক্ষিন চাঁদপুর, ৬১। মোঃ রবিউল হক সুমন (৫০) পিতাঃ মৃত শহর আলী মোল্লা, সাং- আজমপুর, ৬২। বিল্লাল হোসেন (৫৫) পিতাঃ রবজেল মিয়া, সাং- জুড়া বটতলা শ্যামপুর, ৬৩। মোঃ ফাহিম (২০), পিতাঃ মৃত- মনজু, সাং- দর্শনা থানা পাড়া, ৬৪। আশরাফুল ইসলাম (৪২), পিতাঃ খাদিমুল হক, সাং- কেনা প্রাইমারি স্কুল পাড়া,
৬৫। নাসির (৪৫), পিতাঃ ফৌজো, ৬৬। আজিজ ড্রাইভার (৬০), পিতাঃ অজ্ঞাত, উভয়সাং আনোয়ারপুর, ৬৭। গোলাম ফারুক আরিফ (৫৫), পিতাঃ মৃত মজিবর রহমান, সাংৎ দর্শনা ইসলাম বাজার, ৬৮। সান্টু (৫৫), পিতাঃ মৃত বাদশা, সাং- কেরু হাসপাতাল পাড়া, ৬৯। রহমান (৪৫), পিতাৎ মৃত রওশন কাসারী, সাং- ইসলাম বাজার, সর্ব থানা- দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি তদন্ত শফিউল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন এ বিষয়ে দর্শনা থানায় একটি এজহার দাখিল হয়েছে।

দামুড়হুদায় জাতীয় কবি কাজী নজরুলের ৪৮ তম প্রয়াণ দিবস পালন

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাডাঙ্গায় ২৭ শে আগষ্ট মঙ্গলবার (১২ ই ভাদ্র বাংলা) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৮ তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে স্মৃতি বিজড়িত আটচালা ঘর চত্বরে কবীর স্মৃতি স্তম্ভে সকাল সাড়ে ১০ টায় পুষ্প মাল্য অর্পণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। আটচালা ঘর মালিক প্রকৃতি বিশ্বাস বকুল,মধু বিশ্বাস, আপেল হোসেন, উসমান গনি প্রমুখ। দোয়া পরিচালনা করেন মাও: নুরুল আমিন।

নজরুল স্মৃতি বিজরিত আটচালা ঘর মালিক প্রকৃতি বিশ্বাস বকুল তিনি কবি নজরুল ইসলামের কার্পাসডাঙ্গায় আগমনের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তরুণ বয়সে অনেকবার এসেছেন চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী জনপদ কার্পাসডাঙ্গায়। তার স্মৃতিবিজড়িত খড়ের আটচালা ঘরটি এখনো সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ঘরটি বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। কবি যে এ ঘরেই অনেক দিন-রজনি কাটিয়েছেন, সে ব্যাপারে কারও দ্বিমত বা বিতর্ক নেই। তৎকালীন দামুড়হুদা উপজেলার ভৈরব নদের তীরবর্তী কার্পাসডাঙ্গা মিশনপাড়ার সরকার পরিবার ছিল জ্ঞান-গরিমায় বেশ সম্ভ্রান্ত। এ পরিবারের সন্তান শ্রী মহিম সরকার চাকরির সুবাদে থাকতেন কলকাতায়। কলকতা আমহার্স্ট স্ট্রিটে তিনি সপরিবারে বসবাস করতেন। মহিম সরকারের সঙ্গে কবি কাজী নজরুল ইসলামের খুবই সখ্য ছিল। তার বাড়িতে কবির আসা-যাওয়া ছিল আপনজনের মতো। তার দুই মেয়ে আভা রানি সরকার ও শিউলী রানি সরকার নজরুলগীতি চর্চা করতেন। তাদের গানের তালিম দিতেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিজে। পরবর্তীতে আভা রানি সরকারের গানের রেকর্ডও বের হয়। প্রখ্যাত লেখক ড. আশরাফ সিদ্দিকী অনুসন্ধান করে নজরুলের কথা ও সুরে আভা রানি সরকারের ছয়টি গানের রেকর্ড-তথ্য পান।

একাধিক তথ্যসূত্রে জানা যায়, মহিম সরকারের পারিবারিক আমন্ত্রণে একাধিকবার কবি নজরুল কার্পাসডাঙ্গায় এসেছেন। তবে ১৯২৬ সালে ২৭ বছর বয়সে কবি সপরিবারে এখানে বেড়াতে আসেন। এ সময় প্রায় দুই মাস কার্পাসডাঙ্গায় অবস্থান করেন। তার সঙ্গে এসেছিলেন শাশুড়ি গিরিবালা, স্ত্রী প্রমীলা ও বড় ছেলে বুলবুল। তারা কলকাতা থেকে ট্রেনযোগে দর্শনায় নেমে ছয় মাইল পথ পাড়ি দিয়ে গরুর গাড়িতে করে কার্পাসডাঙ্গায় আসেন।

চুয়াডাঙ্গার হায়দারপুরে কিশোর সাকিব কে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হায়দারপুর গ্রামের কিশোর সাকিব মিয়া
(১৬) কে কুপিয়ে জখম ও হত্যা চেষ্টা করা হয়েছে। গতকাল সোমাবার বিকাল চারটাই চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হায়দার পুর গ্রামের উত্তর পাড়াতে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় মেম্বার আজিবার মালিথার ছেলে ও তার সহপাঠীরা একত্রে হয়ে তাকে হত্যা চেষ্টা এবং হামলার ঘটনা ঘটাই বলে জানিয়েছেন স্থানীয় এবং পরিবারের লোকজন। কিশোর সাকিব মিয়া চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মইনুল ইসলামের ছোট ছেলে। বর্তমানে সে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সীমান্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। সোমবার সাকিব মিয়া গ্রামের মধ্যে যাওয়ার সময় হটাৎ পিছন থেকে তাকে আক্রমণ এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে থাকে। এক পর্যায়ে সেখান থেকে স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করা হয় ।

সাকিব মিয়া বলেন কৃষি কাজের জন্য মাঠে যাচ্ছিলো সে হটাৎ তাকে গ্রামের স্থানীয় মেম্বার আজিবার মালিথার ছেলে সহ ১০-১৫ তাকে ধাওয়া করে এলোপাতাড়ি রড লাঠি চা পাতি দিয়ে আঘাত করতে থাকে। এক পর্যায়ে গ্রামের স্থানীয় লোকজন চলে আসলে তারা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় মামলা করতে গেলে মামলা নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন পরিবারের লোকজন।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকেন্দার আলী বলেন, এ

বিষয় মামলা দায়ের করতে এসেছিলো পরিবারের লোকজন তাদের প্রয়োজনীয় কাগজ আনতে বলা হয়েছে।

দর্শনায় বিভিন্ন থানার ক্লিনিক মালিক সমিতির কমিটি গঠন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা শাপলা পার্ক এ্যাণ্ড পিকনিক কর্ণারে গতকাল সোমবার বিকাল ৫টায় দর্শনা, দামুড়হুদা ও জীবননগর থানা ক্লিনিক মালিক সমিতির কমিটি গঠন করা হয়েছে। জালাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এসব কমিটি গঠণ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ড্যাপের সভাপতি ডাক্তার হাসানুজ্জামান নুপুর।

দর্শনা থানা ক্লিনিক মালিক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মো. জালাল উদ্দিন, সহসভাপতি ইমতিয়াজ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এনামুল কবির, সহসাধারণ সম্পাদক সোহেল ও সাংগাঠনিক সম্পাদক আলো।

জীবননগরে সভাপতি আ.মান্নান সভাপতি, সহ-সভাপতি শরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জাকির আহম্মেদ, সহসাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সাংগাঠনিক সম্পাদক সুজা উদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক শরিফুল ইসলাম ও কোষাধক্য হুমায়ুন কবির।

দামুড়হুদায় সভাপতি আ. খালেক, সহ-সভাপতি জহির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মামুন আর রশিদ শান্ত, সহসাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, সাংগাঠনিক সম্পাদক আবুল কাশেম ও কোষাধক্য তাজদ্দিন বিশ্বাস।

দর্শনায় ভারী বর্ষনে ক্ষীতগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখলেন নবাগত দর্শনা পৌর প্রশাসক

টানা কয়েক দিনের ভারীবর্ষনে দর্শনা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়াড়রের নিচু এলাকায় পানি জমে বাড়ি ঘর প্লাবিত হয়েছে। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দর্শনা সরকারী খাদ্য গুদাম প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে কর্মকর্তারা পানি বন্দি হয়ে রয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ১১ টায় দর্শনা পৌর এলাকা পরিদর্শন করেন নব নিযুক্ত পৌর প্রশাসক কে এইচ তাসফিকুর রহমান। কয়েকটি রাস্তা সহ মহল্লায় জলাবদ্ধার দুরকরণে লক্ষে পৌর প্রকৌশলী সাজেদুল আলমকে সাথে নিয়ে ছুটির দিনে বৃষ্টি মধ্যে ভিজে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখেন। সেই সাথে এলাকার মানুষের দুর্ভোগ কিভাবে কোমানো যায় তার নির্দেশনা দেন।

এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর প্যালন মেয়র রবিউল হক সুমন, কমিশনার আসুরউদ্দীন আশু, কার্যসহকারী হারুন অর রশিদ, তছের আলী, এলাকার সুধীজন।

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পরিচালকসহ ৫ কর্মকতার্র বিরুদ্ধে মেহেরপুর আদালতে মামলা

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নিবার্হী পরিচালক মহাসিন আলীসহ পাঁচ কর্মকতার্র বিরুদ্ধে মেহেরপুর কোটে মামলা হয়েছে। যার মামলা নং মেহেরপুর কোট দেওয়ানী মামলা নং-১২৩/২০২০। এ মামলার আসামীরা হলেন, নিবার্হী পরিচালক মহসিন আলী, উপ-পরিচালক প্রশাসন ও মানব বিভাগরের উফতেখার হোসেন, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির পরিচালক কফিল উদ্দিন,

সমন্বয়কারী অডিট বিভাগের প্রদীপ্ত কুমার মিত্র ও ইউনিট ম্যানেজার আমিরুল ইসলাম।

তবে এ বিষয় আমিরুল ইসলাম জানান আমি শেফালী খাতুনের পক্ষে স্বাক্ষী দেব। এ মামলার বাদী শেফালী খাতুন জানান, এরিয়া সমন্বয়কারী হিসাবে কর্মরত ছিলাম। গত ৩০/০৬/২০২০ তারিখ হঠাৎ করে আমাকে আমার পদ থেকে বরখাস্ত ও জরিমানাকরণ ও বেআইনীভাবে আমাকে বরখাস্ত করে ২০২০ সালের মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন ও জুলাই মাসের বেতনভাতাদী বন্ধ করে দেয়। আমাকে গত ২৫/০২/২০২০ তারিখ ওয়েভ ফাউন্ডেশনের মানব সম্পদ বিভাগ কার্যক্রম স্থগিত করে একটি কারণ দর্শনোর নোটিশ প্রদান করে। আমার অপরাধ কি জানতে চাইলে কতৃপক্ষ জানান মেহেরপুর ৭ নং ইউনিটের ম্যানেজার, হিসাব রক্ষক ও একজন সিডিও দ্বারা কিছু অর্থ আত্মসাত হয়েছে।

এ বিষয়ে গঠিত একটি তদন্ত কমিটি কতৃক তদন্তের ভিত্তিতে তৎকালীন ম্যানেজারকে বিভিন্ন ভয় ভিতি দেখিয়ে ভুয়া ঋণ বিতরণ ঋণের মাষ্টাররোল ঋণের প্রস্তাবপত্র সফটওয়ারের সাথে তথ্য যাচাই-বাচাই না করে হিসাব কর্মকতার্র বিরুদ্ধে ২৮ লাখ টাকা অত্মসাত দেখানো হয়। যা একজনের পক্ষে ২৮ লাখ টাকা অত্মসাত করা অসম্ভব বলে মনে করি। এটা সফটওয়ারের কারসাজি বলে আমি মনে করি। তাছাড়া সফটওয়ারের তথ্য সংক্ষণের দায়িত্ব ছিলেন ইউনিট ম্যানেজার ও হিসাব রক্ষক। আমার পক্ষে অর্থ আত্মসাত করা অসম্ভব ব্যাপার। বিধি মোতাবেক আমাকে আত্মপক্ষ সর্মথনের সুযোগ না দিয়ে আমার বিরুদ্ধে চাকুরী হতে বরখাস্তা ও জরিমানা করা হয়। উল্লেখ্য সূত্র নং ওয়েভ ফাউন্ডেশন/প্রসাশন ও মানব সম্পদ/১০৪০/২/২০২০ মোতাবেক ৩০/০৬/২০২০ বরখাস্ত করেন।

ফলে বাদীর অষ্টম অধ্যায়ের ৮ ও ৭ অপরাধের ধরণ দরণে দন্ড ও সহায়তা বর্ণিত বিষয়ের সাথে বাদীর বখাস্তের কারণ ও ধারার কোন মিল নেই। ফলে বাদী ঐ ধারায় বর্ণিত কোন অপরাধী নয় বলে শেফালী খাতুন দাবী করেন। তিনি আরো বলেন যেহেতু আমি দোষী না। ফলে আমার ন্যায্য পাওনা ও আমার মান-সম্মাম ক্ষুন্ন হয়েছে বলে আমি মনে করি। ওয়েভ ফাউন্ডেশন মানুষের ন্যায্য অধিকার ও মানবোধীকার নিয়ে কাজ করে আসছে। সেখানে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের শুধু আমি না সকল পযার্য়ের কর্মকতা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন ভাবে অধিকার বঞ্চিত করে আসছে বলে আমি মনে করি।

দর্শনা-ঈশ্বরচন্দ্রপুর সড়কে টানা বৃষ্টিতে ভয়াবহ ফাটল, বিপাকে দুই গ্রামের মানুষ

টানা কয়েক দিনের বৃষ্টিতে গ্রামীণ সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দর্শনা-ঈশ্বরচন্দ্রপুর সড়কের দর্শনা বাজারের একটু অদৃরে ভয়াবহ ফাটল দেখা দিয়েছে বিপাকে পড়েছে দুই গ্রামের মানুষ।

সরজমিনে দেখাগেছে, ২০২২-২৩ সালে প্রায় ৫ কিঃ মিঃ রাস্তা নতুন পিচ করন করে। তবে অনেকেই ঐ সময়ে দর্শনা পৌরসভার কর্মচারী হারুন ও সৈয়দ রুমি আলম পলাশের বিরুদ্ধে কাজ দেখা শুনার দায়িত্ব থাকলেও দা ইশারা ভাবে দেখা শুনা করে। তবে ঐ সময় অভিযোগ ওঠে কাজে ব্যাপক দুর্নীতি করছে। ঐ সব কথার কর্নপাত না করে দা সারা ভাবে রাস্তার কাজ সেরে চলে যায়।

এক দুই বছর যেতে না যেতেই দর্শনা-ঈশ্বরচন্দ্রপুর সড়কের মুছাদারুল পুকুরের সামনের রাস্তার ভয়াবহ ফাটল দেখা দিয়েছে।যে কোন রাস্তা ধসে প্রান হানির ঘটনা ঘটতে পারে। এ রাস্তার ফাটল প্রায় ১০ দিন হয়ে গেলেও পৌরসভার কোন খোঁজ খবর নিতে দেখেনি। তবে রাস্তার ফাটল যদি মেরামত না করে যে কোন সময় পিচ রাস্তাসহ পুকুরের ভিতর চলে যাবে। এবং বিভিন্ন স্থানে সড়কের দুইপাশে মাটি সরে গিয়ে সড়কগুলো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

একজন ভ্যান চালক নাম না বলতে ইচ্ছুক,আমরা এ সড়কে দিনরাত চলা ফেরা করছি তবে যে ভাবে ফাটল ধরেছে আমাদের এ রাস্তায় যাত্রী নিয়ে চলাচল করতে ভয়পাচ্ছি।যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

তবে এ রাস্তায় ভয়াবহ ফাটল দেখা দেওয়াতে লাল কাপড় ও ইট দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছে।তবে সাধারন পথযাত্রী ফাটল দেখেই আতকে উঠছে।তবে এ বিষয়ে দর্শনা পৌরসভার নবাগত প্রশাসকে বারংবার ফোন দিলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।